সংবাদ

তারিখ ... 7.1.84 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 1 ...

046

হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত

সরকার ১৩ সদস্যবিশিষ্ট হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সাবেক মন্ত্রী সুনীল কুমার গুপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান। খবর বাসস'র।

অন্য ট্রাস্টিরা হলেন সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট গৌর চন্দ্র বালা, অতুল চন্দ্র চৌধুরী, কুড়িগ্রাম, শীতল রায় চৌধুরী এডভোকেট, রংপুর, তুষার কান্তি বাড়ই, এডভোকেট, পিতা দ্বারকানাথ বাড়ই, সত্যচন্দ্র সিংহ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, অনামী প্রসাদ রায় চৌধুরী, বনবা গার্ডেন, ঢাকা, সন্তোষ কুমার তলাপাত্র, এডভোকেট, বোয়ালিয়া, রাজশাহী, সুনীল কুমার রায়, ধীরেন সেন লেন, ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা সংসদের সভাপতি বরেন্দ্র কুমার, চট্টগ্রামের পটিয়া সালেহনুর কলেজের অধ্যক্ষ বিভূতি ভট্টাচার্য, সিলেটের এম, এম কলেজের অধ্যক্ষ কে, কে পাল।

ট্রাস্ট হিন্দু ধর্মীয় উপাসনা স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা দেবে, হিন্দু উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সমাধা করবে।

বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত

সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছেন। খবর বাসস'র।

কল্যাণপুরের বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

ট্রাস্টের সদস্যরা হচ্ছেন—সাবেক মন্ত্রী অংশুপ্রু চৌধুরী, ঢাকার বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন বড়ুয়া, সাবেক সংসদ সদস্য, রাঙ্গামাটি শহরের উপেন্দ্রলাল চাকমা, সাবেক উপদেষ্টা, রাঙ্গামাটি শহরের কালিন্দিপুরের সুবিমল দেওয়ান ও মীরপুরের ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দী।

ট্রাস্ট বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনা স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবে, বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনা স্থানগুলোর পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে এবং ১৯৮৩ সালের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় এ ধরনের অন্যান্য কাজ করবে।